দ্য হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রি

হলোকাস্টকেন্দ্রিক ইহুদি বাণিজ্যের প্রামাণ্য দলিল

দ্য হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রি

হলোকাস্টকেন্দ্রিক ইহুদি বাণিজ্যের প্রামাণ্য দলিল

মূল
নরম্যান ফিঙ্কেলস্টাইন

অনুবাদ
রাগিব হাসান ফাহিম

ফাউন্টেন
পাবলিকেশন্স

দ্য হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রি
মূল : নরম্যান ফিঙ্কেলস্টাইন
রূপান্তর : রাগিব হাসান ফাহিম
সম্পাদনা : ইয়াসিন আরাফাত ও আবু বকর সিদ্দীক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২৪

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রচ্ছদ
তাইফ আদনান

প্রকাশক
ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স

আইএসবিএন :৯৭৮-৯৮৪-৯৭৫৩২-২-৩

বিক্রয়কেন্দ্র : দোকান নং ২১
কওমি মার্কেট (১ম তলা)
৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
✆ ০১৭৬৮-৮৬ ৪৪ ২৮
✆ ০১৭৮৯-৮৫ ৪৬ ০২

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com – wafilife.com

মুদ্রিত মূল্য
২২৫ ৳ মাত্র

উৎসর্গ

“ভস্ম হতে ফিনিক্স পাখির হোক তবে উত্থান
চলো সবাই এক সুরে গাই ইন্তিফাদার গান।”

ফিলিস্তিন আজাদির আন্দোলনে শহিদ ও বর্তমান যোদ্ধাদের প্রতি এবং মাহমুদুল হাসান ভাইয়ের প্রতি...

—অনুবাদক

©
লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের প্রতিলিপি বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না, কোনো ধরনের যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে; এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

সূচি

প্রকাশকের কথা ▶ ০৯

অনুবাদকের কথা ▶১০

মুখবন্ধ ▶১৪

ভূমিকা ▶১৮

প্রথম অধ্যায়

হলোকাস্টকে পুঁজিকরণ ▶ ২২

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রতারক ও দালালদের খপ্পরে ইতিহাস ▶ ৪৩

তৃতীয় অধ্যায়

হলোকাস্ট-কেন্দ্রিক চাঁদাবাজি ▶ ৭০

উপসংহার ▶ ১১৫

প্রকাশকের কথা

যুদ্ধ শুরুর আগেই আপনি যদি শত্রুশিবিরে নিজ বাহিনী সম্পর্কে ভীতি ছড়িয়ে দিতে পারেন, নিজেকে আজেয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, তবে আপনার অর্ধেক বিজয় সেখানেই সুনিশ্চিত। ইহুদিরা এই কাজটা করতে বড় পারঙ্গম। ইহুদিদের অস্ত্রের শক্তির তুলনায় প্রোপাগান্ডার শক্তি অনেক বেশি খুরধার। বহু বিজয় তারা এই অস্ত্রের শক্তিবলেই অর্জন করেছে।

বলাবাহুল্য যে, ইহুদিবাদী ইসরাইলের 'আজেয়তত্ত্ব' দীর্ঘ সময় মুসলিম মানসে শিকড় গেড়ে থাকলেও সম্প্রতি ৭ই অক্টোবরের যুগান্তকারী ঘটনা এই চিত্র অনেকটাই বদলে দিয়েছে। ইহুদিবাদীদের শক্তিমত্তার প্রতীক ইসরায়েলের ফাঁপা ক্ষমতার মুখোশ পুরোপুরি খুলে গেছে বিশ্বমঞ্চে—বিশেষত মুসলিম মানসে। ফলে এই সময়ে নরম্যান ফিঙ্কেলস্টিনের প্রায় দুই যুগ আগে লিখিত এই বইটির প্রাসঙ্গিকতা অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে যে বেশি, যা বইটি পড়া শুরু করে কিছুদূর এগোলেই পাঠক বুঝতে পারবেন।

হিটলারের ইহুদি নিধনের গল্প আমরা সবাই জানি, যা কিনা হলোকাস্ট নামে আমাদের মধ্যে ব্যাপক পরিচিত। অথচ হলোকাস্টের কাছাকাছি সময়ে এর চেয়ে বড় ও নির্মম একাধিক জাতিগত নিধন ও হত্যাযজ্ঞের ঘটনা ঘটলেও হলোকাস্ট সম্পর্কে যতটা আমরা জানি, তার সিকিভাগও সেসব ঘটনা সম্পর্কে জানি না। এ ছাড়াও হলোকাস্টের ঘটনায় ইহুদিদের প্রায় সমপরিমাণ ভুক্তভুগী অন্য কিছু জাতির মধ্যে থাকলেও এই সত্যটি আমাদেরকে কখনো জানতে দেওয়া হয় না। কিন্তু কেন? এই বইয়ে তার মুখোশ উন্মোচন করেছেন লেখক। এ ছাড়াও হলোকাস্টকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড করে কীভাবে বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করেছে ইহুদিরা এবং কীভাবে সুইস ব্যাংক থেকে বিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নিয়েছে, তার আখ্যান পড়লে শিউরে উঠবেন আপনিও।

ফিলিস্তিন ইসরাইল নিয়ে মোটামুটি পড়াশোনা আছে, এমন সবার কাছেই নর্ম্যান ফিঙ্কেলস্টিন অত্যন্ত পরিচিত মুখ। জন্মসূত্রে ইহুদি হয়েও তিনি জায়নবাদী ইহুদিবাদ ও ইসরাইলের ঘোরবিরোধী এবং ফিলিস্তিনি স্বাধীনতার সমর্থক। এ বিষয়ে তার লেকচারগুলো সবসময়ই অ্যাকাডেমিশিয়ানদের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে। বাংলা ভাষায় খুব সম্ভবত এটাই কোনো বইয়ের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। আশা করি বোদ্ধা পাঠকমহলে বইটি বিপুল সাড়া ফেলতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

আবদুর রহমান আদ-দাখিল
ডেমরা, ঢাকা

অনুবাদকের কথা

হলোকস্ট! মানব-ইতিহাসের অন্যতম বর্বরোচিত ঘটনা। যারা এই নিদারুণ ইতিহাসের অংশ হয়েছে, ইহুদি এবং অ-ইহুদি, প্রত্যেকের প্রতি-ই আমাদের সমবেদনা। তবে, জায়নবাদীরা যখন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের পুঁজি সমৃদ্ধ করে অনৈতিকভাবে, যখন এই ঘটনাকে মৌলিক প্রমাণ করতে গিয়ে মানবেতিহাসের অন্যান্য ট্র্যাজিক ইভেন্টগুলোকে ক্ষুদ্র বা অগুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান করা হয়, যখন হলোকস্টকে বানিয়ে নেওয়া হয় অন্যান্য হত্যাকাণ্ডের ইতিহাসকে মাপার প্যারামিটার, ঠিক তখনই আমরা নানা রকম প্রশ্ন করতে শুরু করি। এভাবে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে আসে সাপ।

আমাদের লেখক নরম্যান ফিঙ্কেলস্টিন এই কাজটিই করেছেন বেশ সফলভাবে। তিনি তথ্য ও যুক্তিসমেত দেখিয়েছেন হলোকস্টকে ঘিরে জায়নবাদীদের ধাপ্পাবাজি। প্রসঙ্গত, লেখকের বাবা-মা খোদ ছিলেন কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পের বাসিন্দা। ফলে তিনি পুরো ঘটনা যেভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সম্পূর্ণ বই হিসেবে এটা আমার প্রথম অনূদিত বই হতে যাচ্ছে। আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই প্রকাশক আবদুর রহমান আদ-দাখিল ভাইকে। এ ছাড়া অনুবাদ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা যার সাথে করেছি, আমার এক বছরেরও বেশি সময়ের রুমমেট ও বড় ভাই সমতুল্য জমির উদ্দীনের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সবিশেষ, আমার আনকোরা অনুবাদকে হৃষ্টপুষ্ট বানাতে অমানুষিক শ্রম দেওয়া আরিফুজ্জামান ও আবু বকর সিদ্দীক ভাইদ্বয়কে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার নেই। অনুবাদ সম্পর্কিত কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি চোখে পড়লে পাঠকবৃন্দ অবশ্যই আমাদেরকে অবহিত করবেন এবং সেগুলোর জন্য কেবল আমিই দায়ী থাকব। আপনাদের বই পাঠের অভিজ্ঞতা সুখকর ও বোধ উদ্দীপক হোক, সেই কামনায়।

রাগিব হাসান ফাহিম
নিউ চাঁদগাও আবাসিক, বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম

বইটি সম্পর্কে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের মতামত

২০০০ সালে প্রথম প্রকাশের সময় লন্ডনভিত্তিক পত্রিকা দ্য গার্ডিয়ান দ্য হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রি বইটিকে 'বছরের সবচেয়ে বিতর্কিত বই' হিসেবে আখ্যা দেয়। ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং আমেরিকাজুড়ে বেস্টসেলার খেতাব প্রাপ্ত বইটি ইতোমধ্যে বিশ্বের ১৬টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

"ওয়ার্ল্ড জুয়িশ কংগ্রেসের মতো চাঁদাবাজ সংগঠনগুলোর ওপর বইটির সাহসী আক্রমণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আশা করা যায় এটি বেশ ফলপ্রসূ হবে। বইটির রূঢ় বাচনভঙ্গিকে অধিকাংশ আগ্রাসী সমালোচক আক্রমণ করলেও আমার কাছে তা অত্যন্ত যথার্থ মনে হয়েছে। বিশেষ করে লেখক তার অধিকাংশ দাবি প্রমাণের জন্য রেফারেন্স ব্যবহারে যে সতর্কতা দেখিয়েছেন তা প্রশংসনীয়।"

—প্রফেসর উইলিয়াম রুবেনস্টেইন, ইউনিভার্সিটি অব ওয়েলস

"এই প্রতারকদের মুখোশ উন্মোচন করা দরকার এবং ফিঙ্কেলস্টেইনের বিশ্বাস তিনি সেটা পারবেন। দেড়শ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত এই বইটিতে তিনি তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করার কাজে নেমে পড়েছেন। তার অভিযোগটি সত্য হলে (এদের) বিচার ও পদচ্যুত করা এবং সেজন্য প্রতিবাদ কর্মসূচির সূচনা করা আবশ্যক। বইটি বাস্তবেই (তাদের) কেলেঙ্কারির কথা তুলে ধরেছে। এটি যেন তাদের বিরুদ্ধে জোরালোতম আক্রমণ।"—দ্য টাইমস

"ফিঙ্কেলস্টেইন কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং অস্বস্তিকর বিষয় উত্থাপন করেছেন, সত্যনিষ্ঠ প্রমাণ ও বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গির কারণে যেগুলো অনেকের জন্যই বাকরুদ্ধকর হতে পারে।" –জ্যুইশ কোয়ার্টারলি

"(হলোকাস্টের) এই স্পর্শকাতর বিষয়ে অন্যরা যেখানে অতি সাবধানতার সাথে পা ফেলেছেন, সেখানে পালটা প্রশ্নবোমা হাতে নরমান ফিঙ্কেনস্টাইনের হঠাৎ এই আগমন, যিনি একাধারে একজন ইহুদি, স্বঘোষিত প্রথাবিরোধী এবং মার্কিন-ইহুদি এস্টাব্লিশমেন্টের শত্রু।"—দ্য স্পেকটেটর

“বইটি সংক্ষিপ্ত হলেও স্পষ্ট এবং বহুল তথ্যসমৃদ্ধ একটি আক্রমণাত্মক রচনা।”—টাইমস হায়ার এডুকেশনাল সাপ্লিমেন্ট
“হলোকাস্টকে যারা মহিমান্বিত করে, তাদের শূলে চড়ানোয় ফিঙ্কেলস্টেইনই সেরা।”—লস এঞ্জেলস টাইমস বুক রিভিউ

“...(ফিলকেনস্টাইনের) মূল অভিযোগ—হলোকাস্টের চেতনাকে খাটো করা হচ্ছে, যা খুবই গুরুতর এবং এর যথাযথ বিহিত হওয়া উচিত।”—দ্য ইকোনোমিস্ট

“...কুশলী, বিস্ফোরক, কখনো কখনো বিদ্রুপাত্মকভাবে মজার।”
—সালোন
“এককথায় এটি একটি সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট, উত্তেজনাপূর্ণ এবং উৎসাহব্যঞ্জক বই। এই বিষয়ে আগ্রহী খোলামনের মানুষদের উচিত সমালোচনাকে উপেক্ষা করা এবং ফিঙ্কেলস্টেইনের বক্তব্য পড়ে দেখা।”—নিউ স্টেটসম্যান

“...কিছু লোক (হলোকাস্টকেন্দ্রিক) ব্যবসা থেকে ব্যাপক মুনাফা লুটছে বলে তার অভিযোগ আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বাসযোগ্য এবং তিনি যদি এটা প্রমাণে প্রস্তুত থাকেন তাহলে যথার্থও বটে।”
—জ্যুইশ ক্রনিকল
“ফিলকেনস্টাইনের বক্তব্য (আমাদের) শোনা উচিত। তিনি বেশকিছু অন্তর্নিহীত বিষয় তুলে ধরেছেন যেগুলো চিন্তাশীল তরুণ ইহুদিরা নীরবে আলোচনায় আনতে চাইছে। কিন্তু এস্টাবলিশমেন্ট তাদের স্বরকে স্তব্ধ করে চলছে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।”
—ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড

“ফিঙ্কেলস্টেইনের এই নিরেট আক্রমণাত্মক বইটি (আমাদের চিন্তাজগতে) প্রচণ্ড আঘাত হানবে। কেননা নাৎসি গণহত্যার ইতিহাসকে বিকৃত করে এর প্রকৃত নৈতিক শিক্ষা থেকে আমাদেরকে যে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং উলটো এটিকে ‘একটি অপরিহার্য মতাদর্শিক হাতিয়ার’ হিসেবে ব্যবহার করা নিয়ে লেখার সাহস কিংবা দৃঢ়প্রত্যয় খুব কম লেখকেরই রয়েছে। এই উত্তেজনাপূর্ণ

গবেষণাগ্রন্থটিকে আপনি যখন খারিজ করে দিতে চাইবেন ঠিক তখনই লেখকের দাবির সত্যতা এবং তার বর্ণনার দক্ষতা আপনাকে বইটি পড়া জারি রাখতে বাধ্য করবে।"—লস এঞ্জেলস উইকলি

"একটি নিবিড় গবেষণাধর্মী বই লেখার কৃতিত্ব ফিঙ্কেলস্টেইনকে দিতেই হবে। হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রির অসততা এবং এর মাধ্যমে ইহুদিদের ভোগান্তির অপব্যবহার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার মাধ্যমে বইটি হলোকাস্ট ব্যবসায় ইতি টানতে সাহায্য করবে।"—জেড ম্যাগাজিন

"বিগত বছরগুলোতে ক্ষতিপূরণের প্রসঙ্গে হঠাৎ যেসব ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের উদয় হয়েছে, ফিঙ্কেলস্টেইন তাদের একহাত নিয়েছেন।"—নিউ ইয়র্ক প্রেস

মুখবন্ধ

২০০০ সালের জুন মাসে 'দ্য হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রি' বইটি প্রকাশিত হলে আন্তর্জাতিক মহলে এটা নিয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। ব্রাজিল, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস থেকে অস্ট্রিয়া, জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ড-সহ অনেকগুলো দেশে বইটি বেস্টসেলার তালিকার শীর্ষে পৌঁছে যায় এবং একইসাথে জাতীয় পর্যায়ে বিতর্ক উসকে দেয়। প্রথম সারির সবকটি ব্রিটিশ সংবাদপত্র বইটি সম্পর্কে ন্যূনতম এক পাতা বরাদ্দ করেছিল। অন্যদিকে ফ্রান্সের লে মঁন পত্রিকায় দুইপাতাজুড়ে বইটির খবর প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি বইটি সম্পর্কে সম্পাদকীয়ও লিখেছিল। রেডিও ও টেলিভিশনে বইটি নিয়ে অসংখ্য অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় এবং বেশ কয়েকটি দীর্ঘ ডকুমেন্টারিও প্রকাশিত হয়। তবে সবচেয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গিয়েছিল জার্মানিতে। বইটির জার্মান সংস্করণ প্রকাশ উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে প্রায় দুইশ সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। বার্লিনে আয়োজিত সেই কনফারেন্সে এত-সংখ্যক লোক হাজির হয়েছিল যে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় ধারণক্ষমতার সম-সংখ্যক লোককে ফেরত যেতে হয়েছিল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বইটির জার্মান সংস্করণের তেরো হাজার কপি বিক্রি হয় এবং মাসখানেকের মধ্যে বইটি তিনবার পুনঃমুদ্রিত হয়। বর্তমানে বইটি ষোলোটি ভাষায় অনুবাদ হতে যাচ্ছে। (জুন, ২০০১)

অন্যান্য দেশে পাঠক-সমালোচকদের তীব্র প্রতিক্রিয়া শোনা গেলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বইটির প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল বরং তীব্র নীরবতা। মূলধারার কোনো গণমাধ্যম বইটিকে ছুঁয়েও দেখতেও ইচ্ছুক ছিল না। অথচ হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রির করপোরেট হেডকোয়ার্টার হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রির প্রচারণার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে *দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস*। জার্জি কোসিন্সকি, ড্যানিয়েল গোল্ডহাগেন এবং এলি উইজেলদের ক্যারিয়ার গড়ে দেওয়ার পেছনে মূল অবদান এই পত্রিকাটির। দৈনিক আবহাওয়ার পূর্বাভাসের পর পত্রিকাটির সর্বাধিক প্রচারিত বিষয় হলোকাস্ট। নিউইয়র্ক টাইমসের ১৯৯৯ সালের সূচিপত্র অনুসারে সে বছর হলোকাস্টের ওপর ২৭৩টি খবর প্রকাশ পেয়েছিল। একই বছর পুরো আফ্রিকা মহাদেশের ব্যাপারে প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র ৩২টি খবর। কোনো গবেষণায় যদি দাবি করা হয় যে চকোলেট খেলে ক্যানসার হয়, তাহলে সুইজারল্যান্ডে যেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে, যুক্তরাষ্ট্রেও

তেমনটা লক্ষ করা গিয়েছিল। বইটির প্রতি বহির্বিশ্বের মনোযোগকে উপেক্ষা করতে না পেরে শেষপর্যন্ত মার্কিনরা মুখ খোলে। নির্ধারিত কিছু পত্রিকায় হাস্যকর সমালোচনা প্রকাশের মাধ্যমে বইটিকে ধামাচাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। সেসবের মধ্যে দুটি উদাহরণ এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

২০০৬ সালের ৬ আগস্টে প্রকাশিত *দ্য নিউইয়র্ক টাইমস বুক রিভিউ*তে 'দ্য হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রি' বইটির রিভিউ প্রকাশিত হয়। 'অ্যা টেইল অব টু হলোকাস্ট' শিরোনামে রিভিউটি লিখেন ইসরায়েলি সামরিক ইতিহাসবিদ থেকে হলোকাস্ট বিশেষজ্ঞে পরিণত হওয়া ওমের বার্তভ। হলোকাস্ট থেকে মুনাফাবাজির ধারণাকে তিনি 'দ্য প্রটোকলস অব দি এল্ডার্স অব জায়ন' বইটির মতো 'নব্য আবিষ্কার' বলে অবিহিত করেন। পাশাপাশি 'দ্য হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রি' বইটিকে 'উদ্ভট', 'জঘন্য', 'জবরদস্তিমূলক', 'পীড়াদায়ক', 'অশোভন', 'শিশুসুলভ', 'ভন্ডামিপূর্ণ', 'উদ্ধত', 'নির্বোধ', 'দাম্ভিক', 'ধর্মান্ধ', 'ভ্রমাত্মক' ইত্যাদি আক্রমণাত্মক ভাষার বাণে জর্জরিত করেন। মজার বিষয় হলো, কয়েক মাস পর ফিরতি এক লেখায় তিনি নিজের কথাকেই উলটে দেন। এবার তিনি 'ক্রমবর্ধমান হলোকাস্ট মুনাফাখোরদের' তীব্র সমালোচনা করেন এবং 'নরমান ফিলকেন্সটাইন'-এর 'দ্য হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রি' বইটিকে এর অন্যতম প্রমাণ হিসেবে হাজির করেন।

২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে কমেন্টারি ম্যাগাজিনের জ্যেষ্ঠ সম্পাদক গ্যাব্রিয়েল শোয়েনফেল্ড হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রিকে আক্রমণ করে 'Holocaust Reparations – A Growing Scandal' 'হলোকাস্টের ক্ষতিপূরণ আদায় -- একটি কেলেঙ্কারির আদ্যোপান্ত' শীর্ষক লেখা প্রকাশ করেছিলেন। এই বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে যে বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে, ঠিক একই বিষয়ে বলতে গিয়ে শোয়েনফেল্ড হলোকাস্ট ব্যবসায়ীদের একহাত নেন। বিশেষত নিজেদের ফায়দার জন্য লাগামহীনভাবে যেকোনো পন্থা বেছে নেওয়া'—সেটা 'যতই কুরুচিকর বা অসম্মানজনক হোক না কেন, 'নিজেদের সকল অপকর্মকে বৈধতা দিতে মহান কোনো কারণের অজুহাত দেওয়া' এবং 'ইহুদিবিদ্বেষের আগুন উসকে দেওয়া' ইত্যাদি।

স্পষ্টতই শোয়েনফেল্ডের অভিযোগনামা *দ্য হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রি* বইকেই প্রতিধ্বনিত করে। তা সত্ত্বেও তিনি এই বই ও এর লেখককে উক্ত লেখনী এবং প্রকাশিত আরেকটি লেখায় 'চরমপন্থী', 'পাগল', 'ছিটগ্রস্ত' এবং 'উদ্ভট' আখ্যায়িত করে হেয় করার চেষ্টা করেন। পরবর্তী সময়ে *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল*-এ

প্রকাশিত (১১ এপ্রিল, ২০০১) আরেকটি লেখায় তিনি আবারও 'মুনাফাখোর নব্য হলোকাস্ট ব্যবসায়ীদের' তীব্র সমালোচনা করেন। পাশাপাশি তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান, 'আজকাল হলোকাস্টের চেতনার ওপর সবচেয়ে জঘন্য আক্রমণ হলোকাস্ট অস্বীকারকারীদের তরফ থেকে আসে না; বরং তা আসে হলোকাস্টের ভুক্তভোগীদের রক্ত নিয়ে ব্যবসা করা সাহিত্যিক ও উকিলদের পক্ষ থেকে।' একই অভিযোগ *দ্য হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রি* বইতেও করা হয়েছে। অথচ এই কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ শোয়েনফেল্ড আমাকে 'নিশ্চিত ছিটগ্রস্ত' আখ্যা দিয়ে হলোকাস্ট অস্বীকারকারীদের দলে ঠেলে দেন।

কোনো বইয়ের আলোচ্য বিষয়কে একবার প্রচণ্ড সমালোচনা করা, আরেকবার লেখকের ভূমিকা স্বীকার না করে নিজের উপলব্ধি হিসেবে সেগুলো বলে যাওয়া কোনো শোভনীয় কাজ নয়। বার্তভ ও শোয়েনফেল্ডের কর্মকাণ্ড দেখে আমার প্রয়াত মায়ের দেওয়া একটি শিক্ষা মনে পড়ে যায়। তিনি বলেছিলেন, 'ইহুদিরা তো আর এমনি এমনি chutzpah (হুৎজপা) অর্থাৎ প্রচণ্ড ঔদ্ধত্য শব্দটি আবিষ্কার করেনি'। যা-ই হোক, নাৎসি হলোকাস্ট বিশেষজ্ঞদের অবিসংবাদিত প্রধান রাউল হিলবার্গ অসংখ্যবার 'দ্য হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রি' বইতে আলোচ্য বিতর্কিত যুক্তিগুলোকে সমর্থন করেছেন। একে আমার বিরল সৌভাগ্য বলা চলে। পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি হিলবার্গের ন্যায়পরায়ণতাও সমীহ জাগানো। ইহুদিরা যে mensch (মেঞ্চ) অর্থাৎ 'ন্যায়পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি' শব্দটিও আবিষ্কার করেছে, সেটাও এমনি এমনি হয়নি বলা যায়।

যা-ই হোক, হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রিরই কেউ যদি আমার লেখার ভুল ধরে, তাহলে সেটা পড়তে আমি আগ্রহী হব। কিন্তু আমার ধারণা কেউই এ কাজে এগিয়ে আসবে না। যার কারণটা উপলব্ধি করা খুব কঠিন নয়। তাদের এই নীরবতাই হয়তো তাদের জবাব, যেমনটা আমার প্রয়াত মা বলতেন।

ব্যাপক অ্যাড হোমিনেম বাদ দিলে মোটের ওপর আমার বইটির সমালোচনাগুলোকে দুটি ধরনে ভাগ করা যায়। মূলধারার সমালোচকরা অভিযোগ করেন যে আমি 'কন্সপাইরেসি থিওরি' পাকাচ্ছি। অন্যদিকে বামপন্থীরা আমার বইটিকে 'সুইস ব্যাংকের' দালালি আখ্যা দিয়ে উপহাস করে। কিন্তু তাদের কেউই এখন পর্যন্ত আমার দেওয়া তথ্যগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করেনি। ষড়যন্ত্র তত্ত্বের ব্যাখ্যার তেমন কোনো মূল্য নেই। তবে তার মানে এই নয় যে বাস্তব দুনিয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ পরিকল্পনা সাজায় না। সবারই কোনো না কোনো পরিকল্পনা আছে। এটা অবিশ্বাস করা বোকামি। ঠিক যতটা

বোকামি দুনিয়ার সব ঘটনাকে বৃহৎ ষড়যন্ত্রের অংশ মনে করা। দ্য ওয়েলথ অব ন্যাশনস বইতে এডাম স্মিথ দেখিয়েছেন, পুঁজিপতিরা 'খুব কমই একে অন্যের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে। এমনকি সেটা আনন্দ-বিনোদনের জন্য হলেও দেখা যায় তাদের আলাপ শেষ হয় জনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রটনা কিংবা মূল্যবৃদ্ধির ফন্দি আটতে গিয়ে।' এখন এই বক্তব্যের কারণে কি স্মিথের কালজয়ী গ্রন্থটি 'কন্সপাইরেসি থিওরি' হয়ে গিয়েছে? প্রকৃতপক্ষে কোনো তথ্যকে পলিটিকালি ইনকারেন্ট মনে হলে সেটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার একটি হাতিয়ার হয়ে উঠেছে 'কন্সপাইরেসি থিওরি' শব্দটি। ক্লিনটন প্রশাসনের সাথে মিলে ক্ষমতাধর মার্কিন ইহুদি সংস্থা এবং ব্যক্তিবর্গ সুইস ব্যাংকের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে এই দাবি করলে সেটাকে কোনো বাছবিচার ছাড়াই কন্সপাইরেসি থিওরি (ইহুদিবিদ্বেষী ট্যাগের কথা আর না-ই বললাম) আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু নাৎসি হলোকাস্টের ইহুদি ভুক্তভোগী ও তাদের উত্তরাধিকারীদের ওপর সুইস ব্যাংকগুলো নিপীড়ন চালিয়েছে বললে সেটা কোনো কন্সপাইরেসি থিওরি হয় না।

একজন বামপন্থী হয়েও আমি কেন সুইস ব্যাংকারদের (তথা বুর্জোয়াদের) পক্ষ নিচ্ছি সেটা ভেবে অনেকেই অবাক হন। কার্যত আমি বের্টোল্ট ব্রেখট-এর মতকে সমর্থন করি। তিনি বলেন, 'একজন মার্ক্সিস্টের কাছে ব্যাংক লুটকারী অবশ্যই ব্যাংকের মালিকের চেয়ে বড় অপরাধী নয়।' তবে আলোচ্য বইটিতে সুইস ব্যাংকার কিংবা জার্মান পুঁজিপতিরা আমার আলোচনার বিষয় নয়। বরং ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করাই আমার লক্ষ্য। চাঁদাবাজি করার জন্য হলোকাস্ট ইন্ডাস্ট্রি ইতিহাস ও চেতনাকে বিকৃত করেছে। আমি এর নিন্দা জানাই। বামপন্থী সমালোচকরা দাবি করেন যে আমি নাকি ডানপন্থীদের সাথে একাত্ম হয়েছি। অথচ তারা নিজেদের সঙ্গীদের নিয়েই বেখবর। তাদের সঙ্গী হলো ধনিক শ্রেণির একদল ন্যক্কারজনক গুন্ডা এবং মার্কিন ও ইসরায়েলি সহিংসতার তীব্র সমর্থকগোষ্ঠী। এদের মুখোশ উন্মোচনের বদলে এই বামপন্থি সমালোচকরা 'ব্যাংকের' ব্যাপারে গলাবাজি করেন। প্রকৃত সত্যের ব্যাপারে তাদের কোনো পরোয়া নেই। তাদের নৈতিকতার মানদণ্ডে সত্য ও আত্মত্যাগকারীদের প্রতি সম্মান নিতান্তই কম, যা অত্যন্ত দুঃখজনক (ও বিস্ময়কর)।

এই বইটির ব্যাপারে এটাই আমার সর্বশেষ বক্তব্য।

—নরমান জি ফিঙ্কেলস্টাইন